# BASIC VALUES EMBODIED IN INDIAN CULTURE AND THEIR RELEVANCE TO THE CONTEMPORARY SOCIETY


***Editors:***

*Dr. Pankoj Kanti Sarkar, Dr. Arpita Tripathy*

***Editorial Board Members:***

*Dr. Gobinda Das, Mrs. Koyel Ghosh,*

*Mr. Saikat Chakrabarti*



***Publication of :***

**Principal**
**Debra Thana Sahid Khudiram**
**Smriti Mahavidyalaya**
**Chakshyampur, Debra,**
**Paschim Medinipur**
**Pin-721124 (W.B.)**

**The Banaras Mercantile Co.**
**Publishers—Booksellers**
**125,Mahatma Gandhi Road**
**Kolkata-700007**
**M:9433612507**
**Email: banarasmercantileco@gmail.com**

39. ভারতীয় আস্তিক দর্শনে মূল্যবোধ
লিপি বর্মন 392-399
40. বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষামূলক চিন্তা ও ধারণার প্রাসঙ্গিকতা: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন
নবকান্ত ভুঁইয়া 400-415
41. দর্শনের আঙিনায় আধ্যাত্মিকতার চর্চা
ডঃ প্রতিমা ঢালী 416-421
42. পরিবেশ ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা
সঞ্জিত কুমার মণ্ডল 422-434
43. বৈদিকসাহিত্যে প্রতিফলিত পরিবেশগত মূল্যবোধ
ডঃ সোনালী মুখার্জী 435-449
44. রামমোহন রায়ের শাস্ত্রীয় ভাবনা ও তার সামাজিক মূল্য
ডঃ টুসি ভট্টাচার্য্য 450-458
45. ঐতরেয়ব্রাহ্মণে কর্মকাণ্ডের অন্তরালে ভারতীয় জনজীবন ও তার অর্বাচীনত্ব
সুতপা মণ্ডল 459-474
46. শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও আত্মিক পরিপূর্ণতা: - একটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা
আনন্দ পাহাড়ী 475-484
47. ধর্ম এবং উপাসনার উপায়
অমিতাভ পাহাড়ী 485-495
48. প্রেমের নেতিকতার আলোকে স্বপ্নবাসবদত্তম্
পিন্টূ বেরা 496-505

# বৈদিকসাহিত্যে প্রতিফলিত পরিবেশগত মূল্যবোধ

*ডঃ সোনালী মুখার্জী*

**ভূমিকা:**

*'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।*
*মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥'*

ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত ঋগ্বেদের এই মন্ত্রে মানবজাতির কল্যাণার্থে অনুকূল পরিবেশের প্রার্থনা করা হয়েছে - পার্থিব পরিবেশের বায়ু, নদী, ওষধি মধুময় বা অনুকূল হোক।

পরি - √বিশ্ + ঘঞ্ = পরিবেশ। পরি পূর্বক বিশ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করে 'পরিবেশ' শব্দটি গঠিত হয়। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল বেষ্টন বা পরিবৃতি। যা আমাদের বেষ্টন করে রয়েছে সেই সব কিছু নিয়েই গঠিত হয় পরিবেশ। পরিদৃশ্যমান এই জগতে মানুষ, গাছপালা, পশুপাখী, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র, পর্বতসমুদ্র, জলআলো, আকাশবাতাস - এই সমস্ত কিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সুতরাং সজীব এবং অজীব উপাদান নিয়ে পরিবেশ গঠিত হয়।

জগতের অমূল্য সম্পদ হল প্রাণ। প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। এই ভাবনা থেকেই জন্মায় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য রক্ষা বিষয়ক সচেতনতা।

**পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা:**

নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে স্বাভাবিকভাবেই অনেক পরিবর্তন ঘটে চলেছে - জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। বিবর্তনের পথ ধরে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে কতই না প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। স্বাভাবিক ধ্বংসের কারণগুলি ছাড়া মনুষ্যসৃষ্ট কারণে

প্রকৃতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে তার ফলে পৃথিবী আর বাসোপযোগী না থেকে ধ্বংসের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। এই ধ্বংস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বেড়েছে, কিন্তু সম্পদের সেভাবে বৃদ্ধি ঘটেনি। তাই চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু উপায় উদ্ভাবন করছে যা পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য মনোযোগী হওয়া আমাদের কর্তব্য।

**বৈদিকযুগে পরিবেশ সচেতনতা:**

মানবসভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক স্তর পেরিয়ে উদয় হয় বৈদিকসভ্যতার। বর্তমান বিশ্বে নগরায়ন ও শিল্পায়নগত যে সব সমস্যা পরিবেশকে নিয়ত দূষিত করে তুলেছে, সেই ভারসাম্যহীন অবস্থা প্রাচীনভারতে ছিল না। বৈদিকযুগ থেকেই মানুষ পরিবেশরক্ষণার্থে যথেষ্ঠ সচেতন মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। সেযুগে সসাগরা ধরণী ছিল মানুষের বাসভূমি। আর জীবনধারণের জন্য মানুষ কৃষিজাত অন্ন, ফলমূল ও নদীঝর্ণার জলের ওপর নির্ভর করত। বলাই বাহুল্য মানুষ তখন চারপাশের প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে জানত। এই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা থেকেই হয়তো প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে মানুষ সচেষ্ট ছিলেন।

**ঋগ্বেদে দেবভাবনায় প্রতিফলিত মূল্যবোধ:**

বৈদিকযুগে মানুষ প্রাকৃতিক পদার্থগুলিকে দেবতারূপে কল্পনা করত। ঋগ্বেদে স্তুত দেবতাদের কথা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে – এক একটি প্রাকৃতিক পদার্থের অধিষ্ঠাতা হলেন এক একটি দেবতা। যেমন ঋগ্বেদের দেবতা সূর্য বা সবিতা বা আদিত্য হলেন চক্ষুগ্রাহ্য সূর্য। এরকমই নিত্যপ্রয়োজনীয় আগুনের অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন অগ্নি, ঝড়ঝঞ্ঝার দেবতা মরুদ্ গণ, বজ্রবিদ্যুতের

দেবতা রুদ্র। জলের দেবতা বৈদিক অপ্। পর্জন্যদেব হলেন মেঘ। মর্তবাসীর জনকরূপে স্তুতি করা হয়েছে আকাশের।

ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে স্তুতি করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ যেন জীবের জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল হয় – সেই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রগুলি পঠিত হয়েছে। প্রার্থনা এবং স্তুতির মাধ্যমে বৈদিক ঋষিরা প্রাকৃতিকসম্পদগুলিকেই রক্ষার জন্য সচেষ্টহয়েছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে – দ্যুলোকের উপদ্রব হতে সূর্য, আকাশের উপদ্রব হতে বায়ু এবং পৃথিবীর উপদ্রব হতে অগ্নি আমাদের রক্ষা করুন।

*'সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো ... পার্থিবেভ্যঃ ...।'*

(ঋগ্বেদ ১০/১৫৮/১)

বৃক্ষলতা প্রভৃতি বায়ুর থেকে দূষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রাস করে এবং অক্সিজেন পরিত্যাগ করে, যা জীবকূল শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে - এই সত্যতা প্রাচীণ বৈদিক ঋষিরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই বায়ুর প্রতি ঋষিরা প্রার্থনা করেছেন –

*'আ বাত বাহি ভেষজং বি বাত ... দেবানাং দূত ঈয়সে।'*

(ঋগ্বেদ ১০/১৩৭/৩)

অর্থাৎ তুমি এই দিকে ঔষধ বয়ে আন, যা হিতকর নয় – তা এদিক থেকে বয়ে নিয়ে যাও। তুমিই সংসারের ওষধিস্বরূপ। ঋগ্বেদে জলকে অমৃত বলা হয়েছে। জলে ভেষজ আছে। তাই তৃষ্ণানিবারণ ছাড়াও জল ঔষধের মত। বৈদিক ঋষিরাই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে – জল দিয়ে কোন কোন রোগের চিকিৎসাও করা যায় -

*'অপস্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত ...।'*